সুখের মুখ
দময়ন্তী বসু সিং

কোথায় দেবতা আছে জানিনি কখনো
দেবতাকে মানিনি কখনো
তাঁর কাছে করিনি প্রার্থনা
ভিক্ষা করিনি। তাঁর করুণার কণা
এড়িয়েছি সচেতন নাস্তিকতায়
ঈশ্বরের নাম।
এ ভাবেই পেরিয়ে এলাম
দুর্দৈব বঞ্চনা হতাশা নির্বেদ
আর
অন্ধকার জীবনের ভার
ঈশ্বর স্মরণ করিনি।

অথচ যেদিন থেকে সুখ
এসে দেখালেন তার মুখ
নিরাকার তাঁকে
ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনি।
আজও আমি মানি না তোমাকে
(হে প্রভু, ঈশ্বর মহাশয়!)
তবু কেন, জীবন যখন দ্যুতিময়
এ হৃদয় নত হতে চায়
কারো কাছে – কারো কাছে–
যাকে বলা যায়
অদৃশ্য তোমার কাছে আমি বড় ঋণী।

বিষ্ণু দে
শিশির সামন্ত

তিন মাত্রার সাজ সাজ রব যা বিষ্ণু দের
তার কবিতার উদ্যানে ফুটে গুলমোহরে
ফুল অনুরূপ, খট খটা খট অশ্বক্ষুরেতে
শব্দকে শুনি শক্ত মাটিতে চলতে চলতে।

প্রেমের জুটির নব বসন্তে কখনো ফাল্গুন;
কবিতায় লাল পলাশফুলে জ্বলেছে আগুন,
ত্রিপাদভূমির উপমা হয়তো তিন মাত্রায়,
জয় করে নেয় কবিতা ভুবন জয় যাত্রায়।

বর্ষে বর্ষে ঘটনাবহুল ভারতবর্ষে;
দর্শক হয়ে দেখি যতোদূর কর্ষিত শেষে
হয়েছে এ মাটি, উৎপাদনের জনজীবনের
ভিতরে দেখেছি এই দ্বন্দ্বই কবিতা লোকের।

বিষ্ণু দের যা চলনবলন শতবর্ষেও
প্রাসঙ্গিকতা সত্য এতোটা বুঝেছি তো শেষে।